Pratidhwani the Echo
A Peer-Reviewed International Journal of Humanities & Social Science
ISSN: 2278-5264 (Online) 2321-9319 (Print)
***Impact Factor: 6.28** (Index Copernicus International)*
Volume-VIII, Issue-III, January 2020, Page No. 56-60
Published by Dept. of Bengali, Karimganj College, Karimganj, Assam, India
Website: http://www.thecho.in

চৈতন্যদেব ও সমসাময়িক বঙ্গীয় সমাজ-সাংস্কৃতিক ঐক্য

প্রসেনজিৎ বর্মণ
গবেষক, বাংলা বিভাগ, আসাম বিশ্ববিদ্যালয়, কাছাড়, আসাম

Abstract

Chaitanyadev is the great man in middle age in Bengal. This time has a Multi culture in Bengal but Make every connection with every Hindu religion. He didn't think of anyone as trivial. Chaitanyadeva united all the people of that time through Krishna Neem Therefore, especially the lower classes of people were able to move people to a devout society and left the racist society and started bhakti devotion, followed by Vaishnava religion.

Keywords: Chaitanyadev, society, culture, religion, etc.

পঞ্চদশ শতকে বাংলার সমাজ সংস্কৃতি ছিল স্রোতহীন নদীর মতো। সেই নদীর স্রোতধারা নির্মাণ করেছিলেন মধ্যযুগের যুগপুরুষ' চৈতন্যদেব। মধ্যযুগ ছিল সমাজ, সংস্কৃতি ধ্বংসকারী সময়, যা বিভিন্ন ধর্মের আগমন ও প্রভাব বিস্তার থেকে রক্ষা পায়নি আভিজাত্য হিন্দু সমাজও। যে ধর্মই বাংলায় প্রভাব বিস্তার করুক না কেন সমস্ত ধর্মের হিংস্র প্রভাব পড়েছিল হিন্দু বাঙালির নিম্নবর্ণের উপর, যা পরবর্তীকালে বঙ্গীয় সংস্কৃতি অবক্ষয়িত রূপে পরিণত হয়েছিল। এই অবক্ষয়িত সমাজ-সংস্কৃতি পুনর্জীবিত করেছিলেন চৈতন্যদেব।

চৈতন্যদেবের জন্ম একেবারে পঞ্চদশ শতকের শেষের দিকে। আগের বিভিন্ন সময় মোগল পাঠান রাজত্ব করেছিল। ত্রয়োদশ শতকে খিলজী বাংলা আক্রমণের পরবর্তীকালে হিন্দু ধর্মের যে বিপর্যয় নেমে এসে ছিল তাতে, ব্রাহ্মণ ও বৌদ্ধের মধ্যে যে প্রতিহিংসা তা কিছুটা স্তিমিত হলো গ্রাম বাংলার মধ্যে যথেষ্ট বিস্তৃতি ছিল। একদিকে ব্রাহ্মণের আভিজাত্যপূর্ণ অহংকার অন্যদিকে মুসলমানের অত্যাচারে নিম্নবর্ণের হিন্দু সমাজকে জর্জরিত করেছে। ফলে অনেক নিম্নবর্ণের মানুষ ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করতে বাধ্য হয়েছিল। হিন্দু সমাজের নিম্নবর্ণের মানুষ ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করে ব্রাহ্মণদের উপর পূর্বের অবজ্ঞা, অবহেলার প্রতিশোধ নিয়েছেন। তার একটা উদাহরণ 'কালাপাহাড়'। চতুর্দশ শতকে গ্রামীণ সমাজ ব্যবস্থা ভেঙে পড়েছিল ফলে আর কোন নির্দিষ্ট সংস্কৃতি বজায় সেরকম করে থাকেনি। হিন্দু ধর্মের সত্যনারায়ণের জায়গায় পীর-ফকির পূজার প্রচলন শুরু হয়। সত্যনারায়ণকে পীর হিসেবে পূজার করার কারণ হল একসময় প্রচুর নির্যাতন চালিয়েছিল পীর সাহেবরা। ফলে পীরকে সত্যনারায়ণ হিসাবে পূজা করতে বাধ্য হয়েছিল। তৎকালীন নিম্নবর্ণের হিন্দু সমাজ। তান্ত্রিক বৌদ্ধধর্মের রীতিনীতিগুলি বিকৃত করে কতগুলো অনাচার গ্রামীণ সমাজে প্রচলিত ছিল। ফলে বঙ্গীয় গ্রামীণ শান্ত সমাজের পক্ষে ভালো ছিল না। অন্যদিকে সহজিয়া বৌদ্ধরাও ছিল প্রকট। আভিজাত্য ব্রাহ্মণেরা নিম্নশ্রেণির নারীকে ভোগ করত কিন্তু কোন নিম্ন শ্রেণির পুরুষ কোনো ব্রাহ্মণ নারীকে নজর দিলে তাকে সমাজের কঠোর শাস্তি ভোগ করতে হত। আভিজাত্য হিন্দু ধর্মের মধ্যে কঠোর নিয়ম থাকায় কোনো ভুল ক্ষমা করা হতো না। এমনকি রাজা গণেশের পুত্র যদু ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করার পর সে পুনরায় হিন্দু ধর্মে ফিরে এসেছিল বটে কিন্তু তখন আভিজাত্য হিন্দু সমাজ তাকে গ্রহণ করেনি। নিম্ন শ্রেণির হিন্দুদের সঙ্গে

সংকীর্ণ মনোভাব ছিল প্রচুর। এমন কি তাদের হাতে জল পর্যন্ত খাওয়ার নিয়ম ছিল না। আবার বৌদ্ধরাও ব্রাহ্মণদের দ্বারা নানাভাবে নিপীড়িত হয়েছিল। এই সমস্ত সুবিধা থাকার দরুন ইসলাম ধর্ম প্রচার করতে সুবিধা হয়েছিল পীর সাহেবদের। মুসলমানের দুটি দিকে ইসলাম ধর্ম প্রচার করতে সুবিধা হয়েছিল। একদিকে অস্ত্র অন্যদিকে ও গাজীদের দ্বারা প্রেমের মধ্য দিয়ে। এমনকি অনেক মন্দির, মসজিদে রূপান্তর হয়েছিল বলে নিম্নশ্রেণির হিন্দুরা সেখানে গিয়ে প্রদীপ জ্বালাতেন। এমনকি নতুন নতুন মাজার তৈরি করে হিন্দুদের ইসলাম ধর্মের প্রতি আকৃষ্ট করেছিল। সমাজের নিম্ন শ্রেণির হিন্দুরা নিরুপায় হয়ে প্রদীপ জ্বালাতেন। কেউ যদি ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করতে অস্বীকার করতেন তাহলে তাদের মৃত্যুবরণ করতে হতো। এই সময়ে পরিস্থিতি খুবই জটিল থেকে জটিলতর রূপ ধারণ করেছিল। কিন্তু চৈতন্যদেবের জ্ঞানমার্গ এর পরিবর্তে বৈষ্ণব ধর্মকে ভক্তি মার্গে রূপান্তরিত করে প্রেম বিতরণ করেছিলেন।

চৈতন্যদেব ১৪৮৬ সালে জন্মগ্রহণ করেন এবং হোসেন শাহ বাংলা নবাব পদে অধিষ্ঠিত হন ১৪৯৪ সালে হোসেন সাহেব বাংলার নবাব পদে আসীন হওয়ার পরই শুরু হয় তার রাজ্যশাসনের বিস্তারিত কর্মসূচি। হোসেন শাহের কর্মকাণ্ডকে প্রতিহত করার চেষ্টা করেছিলেন চৈতন্যদেব। চৈতন্যদেব মাত্র ৪৮ বছর জীবিত ছিলেন। এই সময়েই বঙ্গীয় ধর্ম-সাংস্কৃতিক জীবনের আদল পরিবর্তন করে দিয়েছিলেন। চৈতন্যদেবের পিতা জগন্নাথ মিশ্র, মাতা শচীদেবী। তার বাল্য নাম ছিল বিশ্বম্ভর। ডাকনাম ছিল নিমাই। অল্পদিনের মধ্যেই সে ধর্মশাস্ত্রে পাণ্ডিত্য লাভ করেন। শচীদেবীর সাত কন্যা ও দুই পুত্র ছিল। অল্প দিনের মধ্যেই সমস্ত কন্যা মারা যান। বড় পুত্র সন্ন্যাস গ্রহণ করেন। তাই দ্বিতীয় পুত্রকে জগন্নাথ মিশ্র পড়াশোনা নিষিদ্ধ করে দিয়েছিলেন।

এই যদি সর্ব শাস্ত্রে হবে গুণবান।
ছাড়িয়া সংসার সুখ করিবে পায়ান।।
অতএব ইহা পড়িয়া কার্য নাই।
মূর্খ হইয়া ঘরে মোর থাকুক নিমাঞি।।[১] *(চৈ,ভা,আদি)*

তবু খুব কম সময়ের মধ্যে সমস্ত জ্ঞানের অধিকারী হয়ে ওঠে। ষোল-সতের বছর বয়সে বল্লভাচার্য কন্যা লক্ষ্মীপ্রিয়াকে বিবাহ করেন এবং লক্ষীপ্রিয়ার সর্প দংশনে মৃত্যু হয়। তারপর রাজ পণ্ডিত সনাতনের কন্যা বিষ্ণুপ্রিয়া কে বিবাহ করেন। ২৩ বছর বয়সে পিতার পিণ্ডদানের জন্য গয়ায় গিয়ে ঈশ্বরপুরীর নিকট দশাক্ষর 'গোপাল' মন্ত্রে দীক্ষা গ্রহণ করেন এবং পরবর্তীকালে কেশব ভারতীর কাছে দীক্ষা নিয়ে সন্ন্যাস গ্রহণ করেন। তারপর নাম হয় কৃষ্ণচৈতন্য। সন্ন্যাস নেওয়ার পর তিনি ভারতবর্ষের বিভিন্ন প্রান্তে ঘুরে বেড়ান শেষে উড়িষ্যার পুরী ধামের ১৫৩৩ খ্রিস্টাব্দে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন।

ষোড়শ শতকের উন্মেষ পর্ব থেকেই চৈতন্যদেবের মানবপ্রেম প্রচারের কাজ শুরু করেন ২৪ বছর বয়সী চৈতন্যদেব বঙ্গের গ্রামে গ্রামে কৃষ্ণ নাম প্রচার করতে শুরু করে। বৃন্দাবন ধামে তার ভক্ত মণ্ডলীদের জীবন-যাপনের নির্দেশ দিতেন এবং কিছু আচার আচরণের মধ্য দিয়ে একটা আদর্শ স্থাপন করছেন কিন্তু কোন সম্প্রদায় গঠনের সচেষ্ট ছিলেন না। ড. সুনীল কুমার দে তার "Vaishnava Faith and Movement" গ্রন্থে বলেছেন: "Although Chaitanya possessed great qualities of leadership and extra-ordinary power over minds of men. He did not at any time of his career concern himself directly with the organisation of his followers. Absorbed in his devotional ecstasies, he hardly over sought to build up a cult or a sect."[২]
এরপরেও তার কৃষ্ণপ্রেম বন্যা বয়ে গিয়েছিল সমগ্র বাংলার গ্রাম থেকে গ্রামান্তরে।

চৈতন্যদেব কৃষ্ণ নাম প্রচারের মধ্য দিয়ে তৎকালীন বিভিন্ন ধর্ম ও বর্ণের মানুষের সঙ্গে তার সম্পর্ক তৈরি হয়, যা এক অসাম্প্রদায়িক মতাদর্শ স্থাপনা। তৎকালীন সময়ে বঙ্গীয় জনমানসে প্রচলিত পঞ্চ উপাসনার ধারার সংগে চৈতন্যদেব উপাসক সম্প্রদায়ের সম্পর্ক রেখেছিলেন।

চৈতন্যের কাছে কোন ধর্ম কোন বর্ণের অস্তিত্ব থাকল না, থাকল মানবধর্ম। প্রত্যেকটা সম্প্রদায় ও বর্ণের মানুষ তার কাছে আপন হয়ে উঠলো। যবন হরিদাস তার পরমশিষ্য। তিনি সমস্ত নিম্নবর্ণের মানুষকে কাছে টেনে নিয়েছিলেন। ফলে সেই আভিজাত্যে হিন্দু ধর্ম আর থাকল না। কৃষ্ণ প্রেমে মাতোয়ারা হয়ে হরি সংকীর্তন করে বেড়ায়। হোসেন শাহ চৈতন্যের প্রতি প্রথমে বিদ্বেষ ভাব থাকলেও পরবর্তীকালে সেই বিদ্বেষ আর ছিল না। কেশবের কাছে চৈতন্যের কথা শুনে হোসেন বলেছিলেন:

'যেখানে তাহার ইচ্ছা থাকুক সেখানে।
আপনারা শাস্ত্র মত করুক বিধানে।।
সর্বলোক লই সুখে করুন কীর্তন।
বিরলে থাকুন কিবা যেন লয় মন।।
কাজী বা কোটাল কিবা হউক কোন জন।
কিছু বলিলেই তার লইব জীবন।।' ৩
(চৈতন্যভাগবত)

কিন্তু চৈতন্য পরিকর গান সম্পূর্ণরূপে বিশ্বাস করেনি। জয়ানন্দ তার 'চৈতন্যমঙ্গল' গ্রন্থে বলেছিলেন, হোসেন শাহ নবদ্বীপের হরিনাম শোনামাত্রই প্রাণ নাশ করার হুমকি দিতেন।

চৈতন্য পূর্বে বৈষ্ণব ধর্ম ছিল জ্ঞানমার্গ। কিন্তু চৈতন্যদেব সম্পূর্ণ ভক্তির বিশ্বাসী ছিলেন। তিনি ভাবতেন ভক্তির মধ্য দিয়ে সবকিছু সম্ভব। ভক্তি প্রচারের জন্য কিছু কাজ করেছিলেন, সেগুলো সমাজ-সংস্কৃতিকে একটা স্বাতন্ত্র্যতায় নিয়ে গিয়েছিল। তার ভক্তির প্রধান মাধ্যম ছিল বাংলা ভাষা।

চৈতন্য সমসাময়িক কালে নবদ্বীপ ছিল হিন্দুদের শাস্ত্র পীঠস্থান কিন্তু সেখানে কাজী সাহেব কীর্তন হরি সংকীর্তন করতে বাধা দিতো সেখানে চৈতন্যদেব বিশাল হরি সংকীর্তন শোভাযাত্রার আয়োজন করেছিল। চৈতন্য অবতার পরিকর গান কোন ধর্মকে আঘাত করেনি বা তাদের বিরোধিতাও করেনি।

তিনি প্রতি ঘরে ঘরে নাম সংকীর্তন এর ব্যবস্থা করেন যা পূর্বে ছিল না। সেই সময় পাষণ্ডদের অত্যাচারে বদ্ধ ঘরে কীর্তন না করে নগর কীর্তন এর মধ্য দিয়ে শোভাযাত্রা করেন যেখানে কোন ধর্ম বর্ণ ভেদাভেদ ছিলনা। চৈতন্যদেবের এটা একটা বড় চ্যালেঞ্জ হয়ে দাঁড়িয়েছিল সেই সময় গৌড়ীয় বৈষ্ণব ধর্ম বিরোধীদের পক্ষে। চৈতন্যদেব বৈষ্ণবীয় অনেক নাটকের আয়োজন করেছিলেন এবং অভিনয় করেছিলেন।

চৈতন্যদেব পরম প্রেমময় ছিলেন। সেই সময় জগাই মাধাই দুই ব্রাহ্মণ মাতাল যুবক মারতে এসেছিল কিন্তু তাদেরকেও তিনি ক্ষমা করে দেন। এবং বৈষ্ণব ধর্মে দীক্ষিত করেন। ভক্তির মধ্য দিয়েই সামাজিক সম্প্রীতি গড়ে ওঠে। রমাকান্ত চক্রবর্তী তার 'বঙ্গের বৈষ্ণব ধর্ম 'গ্রন্থে বলেছেন:

'চৈতন্যের প্রামাণিক জীবনী সমূহে অতিপ্রাকৃত কাহিনী কমই আছে। তাঁর নামকীর্তনে কোনও বিশেষ আচার-অনুষ্ঠানের ব্যাপারেই ছিল না। মনে ভক্তি নিয়ে শুধু নামগান করলেই যদি ভক্ত পরমার্থ লাভ করেন, তবে আর স্মার্ত ক্রিয়াকলাপের কোনও প্রয়োজনই থাকে না। ভক্তির দ্বারা বিশিষ্ট বৈষ্ণব ধর্ম এক নুতন সংস্কৃতি সৃষ্টি করে, সৃষ্টি করে নুতন সামাজিক পরিবেশ। ভক্তির সামাজিক ভিত্তিকে সম্প্রসারিত করার

জন্য চৈতন্যের প্রচেষ্টা ছিল নিরন্তর। জ্ঞান চর্চা মানুষকে মানুষ থেকে বিচ্ছিন্ন করে দেয়; এটা এখনও দেখা যায়।'[৪]

চৈতন্য সমসাময়িক কালে নবদ্বীপ ছিল সংস্কৃতির পীঠস্থান। এবং সেখানে চর্চা হতো নব্য ন্যায়ের। বৈষ্ণবেরা কিন্তু সেই নব্যন্যায়দেরকে পাষণ্ডদের থেকেও নিচে দেখেন। কিন্তু তা সত্যেও ব্রাহ্মণরাও বৈষ্ণব ধর্মে দীক্ষা নিয়েছিলেন। এছাড়া নিম্ন শ্রেণির মানুষ থেকে শুরু করে মুসলমান পর্যন্ত বৈষ্ণব ধর্ম গ্রহণ করেছিলেন। যে সমাজ একসময় হিংসা-প্রতিহিংসায় নিমজ্জিত ছিল। সেই সমাজকে অনেকটা পরিবর্তন করে দিয়েছিল চৈতন্যদেব। শৈব ও শাক্তরা ছিল তান্ত্রিক কিন্তু সেটা অনেকটা কমতে শুরু করেছে। অতুল সুর তার 'বাঙলা ও বাঙালির বিবর্তন' গ্রন্থে বলেছেন: 'চৈতন্যের আবির্ভাবের পূর্বে হিন্দু সমাজের তন্ত্র ধর্ম বিকৃত করে বহু অনাচার মূলক অনুষ্ঠানে পরিণত হয়েছিল। নিষ্ঠাবান ব্রাহ্মসমাজের কঠোরতাও চরম শীর্ষে পৌঁছেছিল। মানুষের প্রতি মানুষের প্রেম প্রীতি লেশমাত্রও ছিলনা। পরস্পরের প্রতি প্রেম স্থাপন করাই চৈতন্য প্রবর্তিত গৌড়ীয় বৈষ্ণব ধর্মের মূল ভিত্তি ছিল।' [৫] চৈতন্য প্রবর্তিত মানবপ্রেম সমগ্র জাতি, বর্ণ, ধর্মের উর্ধ্বে উঠে এক সর্বজনীন ধর্মে পরিণত হয়েছিল। যে ধর্মে ব্রাহ্মণ বৌদ্ধ সহজিয়া সবাই একাকার হয়েছিল এবং সমাজে একটা নতুন যুগের শুরু হয়েছিল। আভিজাত্য হিন্দু ধর্মে যেখানে ভগবানকে ভালো করে আরাধনা করার কোনো জায়গা ছিল না, সেখানে নিম্ন শ্রেণির মানুষ প্রাণ খুলে হরিনাম সংকীর্তন এ মেতে উঠেছিল, যা মানুষকে মানুষ হতে সাহায্য করেছিল।

চৈতন্যদেবেকে কেন্দ্র করে গড়ে উঠল বিভিন্ন সাহিত্য। এবং তার হরিনাম সংকীর্তনকে কেন্দ্র করে গড়ে উঠল অনেক গানের সুর। চৈতন্যদেবের পরবর্তীকালে বৈষ্ণব ধর্মের বিভিন্ন সম্প্রদায় গড়ে উঠলো এবং সেই সম্প্রদায়ের মধ্যে প্রতিবাদের সাথে সাথে সহজিয়া সাধনা একটা জায়গা করে নিল যা সম্পূর্ণ বৌদ্ধ, শাক্ত ও শৈব ধর্মের সংমিশ্রিত একটা রূপ যা তৎকালীন বঙ্গীয় সমাজ সংস্কৃতির মিলনক্ষেত্র রূপে রূপায়িত করেছিল। চৈতন্য প্রবর্তিত বৈষ্ণব ধর্মের মধ্যে বিভিন্ন আখাড়াগুলি সংস্কৃতির কেন্দ্র হয়ে ওঠে। লোকো সুরের প্রাধান্য পেল যা পদাবলী কীর্তন সাধারণ মানুষের অন্তরে প্রবেশ করতে শুরু করলো এবং এর থেকেই গড়ে উঠলো বিভিন্ন লোকসঙ্গীতের মিলনক্ষেত্র। বাউল ঝুমুর ভাটিয়ালি টপ্পা টপ এছাড়াও বিভিন্ন লোকসংগীত সুর হয়ে উঠলো বৈষ্ণব পদাবলী কীর্তন এর আদলে। অনেক লোকসুরে গাওয়া হল কীর্তন। এবং কীর্তনে মিশে গেল অনেক লোকসঙ্গীতের সুর। গ্রাম বাংলার সমাজ ও সংস্কৃতি ধীরে ধীরে ত্বরান্বিত হতে শুরু করলো।

মধ্যযুগ বঙ্গীয় সংস্কৃতিতে একদিকে যেমন সাহিত্যের ভাণ্ডার তেমনি অন্যদিকে হিন্দু ধর্মের অবক্ষয়িত রূপ ছিল তা সত্য চৈতন্যদেব জন্মগ্রহণ করার পরেই বঙ্গীয় ধর্ম আন্দোলনের ক্ষেত্রে একটা অভাবনীয় ফল পেয়েছিল হিন্দু ধর্মাবলম্বী নিচু শ্রেণির মানুষ, যেটা তাদের ক্ষেত্রে বাস্তব জীবন যাপন করার একটা পথ। শুধু নিচু শ্রেণির নয় কিছু পাঠানও বৈষ্ণব ধর্ম গ্রহণ করেছিলেন। সমাজে এক সময় বিধবাদের কোনো অধিকার ছিল না সেই বিধবাদের ধর্মীয় অধিকার ফিরিয়ে দিয়েছিল চৈতন্য প্রবর্তিত বৈষ্ণব ধর্ম। তাই বৈষ্ণবধর্ম একসময় বঙ্গের জনমানসে সমাদর লাভ করেছিল। বৈষ্ণব পদাবলী কীর্তন সুফিবাদের সঙ্গে অনেক মিল রয়েছে একদিকে সুর একদিকে ভগবানকে ডাকার পদ্ধতি ও মানুষের প্রতি শ্রদ্ধা দিক থেকে। বৈষ্ণব ধর্মের সঙ্গে শাক্তধর্মের একটা আভ্যন্তরীণ সম্পর্ক ছিল সেটা হলো সুরের সমন্বয় ও ভক্তি। শ্রীচৈতন্য প্রবর্তিত বৈষ্ণব ধর্ম পরবর্তীকালে উড়িষ্যা আসাম এমনকি দক্ষিণ ভারত বর্তমানে সমগ্র পৃথিবী জুড়ে আলোড়ন সৃষ্টি করেছে যেটা অন্য ধর্মের পক্ষে সম্ভব হয়নি। চৈতন্যদেব সমসাময়িক বঙ্গীয় সমাজ সংস্কৃতির মধ্যে একদিকে যেমন গ্রামবাংলার মানুষের ধর্ম বিশ্বাসকে সঠিক দিশা দেখিয়েছেন ,তেমনি সমাজের মানুষের মধ্যে সম্প্রীতি বোধ অক্ষুণ্ণ রাখতে শিখিয়েছে যা বঙ্গীয় সমাজ, সাহিত্য ও সংস্কৃতিতে চিরস্মরণীয় হয়ে রয়েছে।

তথ্যসূত্র:

১। বন্দোপাধ্যায় অসিত কুমার সম্পাদিত, দীনেশচন্দ্র সেন, বঙ্গভাষা ও সাহিত্য, পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষদ কর্তৃক তৃতীয় মুদ্রণ: আগষ্ট ২০০২, কলকাতা, ৭০০০১৩ ,পৃষ্ঠা-২৯৬।

২। ভট্টাচার্য শ্রী পরেশ চন্দ্র, বৈষ্ণব পদাবলী উদ্ভব ও ক্রমবিকাশ ,সত্যজিৎ সান্যাল, জয় দুর্গা লাইব্রেরী প্রা: লি:, প্রথম প্রকাশ জানুয়ারি ১৯৮৬, পুনমুদ্রণ: আগষ্ট, ২০১৭. পৃষ্ঠা-১১।

৩। বন্দোপাধ্যায় অসিত কুমার, বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত, মডার্ণ বুক এজেন্সী প্রাইভেট লিমিটেড, পুনর্মুদ্রণ ২০১২-২০১৩, কলকাতা, ৭০০০৭৩ পৃষ্ঠা: ৫।

৪। চক্রবর্তী রমাকান্ত, বঙ্গের বৈষ্ণব ধর্ম, আনন্দ পাবলিশার্স, চতুর্থ মুদ্রণ, আগষ্ট, ২০১১, ৪৫ বেনিতলা লেন, কলকাতা, ৭০০০০৯, পৃষ্ঠা-৩৮।

৫। সুর ড. অতুল, বাংলা ও বাঙালির বিবর্তন, নেপাল চন্দ্র ঘোষ, সাহিত্যলোক, কলকাতা, ৭০০০০৬, পৃষ্ঠা-২৮৪।

গ্রন্থপঞ্জি:

১। চক্রবর্তী শ্রী জাহ্নবীকুমার, শাক্ত পদাবলী ও শক্তি সাধনা, শ্রী গোপালদাস মজুমদার, ডি এম লাইব্রেরী, দ্বিতীয় সংস্করণ, মহালয়া, ১৩৬৭, কলিকাতা -৬।

২। রায় নীহাররঞ্জন, বাঙালির ইতিহাস ,আদি পর্ব ,সুধাংশু শেখর দে, দে'জ পাবলিশিং, সপ্তম সংস্করণ, ফাল্গুন ১৪১৬, কলকাতা-৭০০০৭৩,

৩। বন্দোপাধ্যায় ধীরেন্দ্রনাথ, সংস্কৃত সাহিত্যের ইতিহাস, পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষদ, দ্বিতীয় সংস্করণ, আগস্ট ২০১০, কলকাতা-৭০০০১৩

৪। সুর, ড. অতুল, বাংলা ও বাঙালির বিবর্তন, নেপাল চন্দ্র ঘোষ, সাহিত্য লোক, চতুর্থ সংস্করণ, কার্তিক ১৪১৫ নভেম্বর ২০০৮, পুনঃমুদ্রণ বৈশাখ ১৪১৯ এপ্রিল ২০১২, কলকাতা-৭০০০০৬

৫। পাল ড. মোহন, শাক্ত পদাবলী, শ্রী শরৎ চন্দ্র পাল, ইউনাইটেড বুক এজেন্সি, তৃতীয় মুদ্রণ, শুভ দোলযাত্রা ১৪১৯,কলকাতা-৯,

৬। বন্দোপাধ্যায় অসিত কুমার সম্পাদিত, দীনেশচন্দ্র সেন, বঙ্গভাষা ও সাহিত্য, পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষদ কর্তৃক তৃতীয় মুদ্রণ: আগষ্ট ২০০২, কলকাতা- ৭০০০১৩

৭। ভট্টাচার্য শ্রী পরেশ চন্দ্র, বৈষ্ণব পদাবলী উদ্ভব ও ক্রমবিকাশ, সত্যজিৎ সান্যাল, জয় দুর্গা লাইব্রেরী প্রা: লি:, প্রথম প্রকাশ জানুয়ারি ১৯৮৬, পুনমুদ্রণ: আগষ্ট, ২০১৭।

৮। বন্দোপাধ্যায় অসিত কুমার, বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত, মডার্ণ বুক এজেন্সী প্রাইভেট লিমিটেড, পুনর্মুদ্রণ ২০১২-২০১৩, কলকাতা- ৭০০০৭৩

৯। চক্রবর্তী রমাকান্ত, বঙ্গের বৈষ্ণব ধর্ম, আনন্দ পাবলিশার্স, চতুর্থ মুদ্রণ, আগষ্ট, ২০১১, কলকাতা- ৭০০০০৯।

১০। সুর ড. অতুল, বাংলা ও বাঙালির বিবর্তন, নেপাল চন্দ্র ঘোষ, সাহিত্যলোক, কলকাতা- ৭০০০০৬